চাঁদপুরে বিএনপির গণমিছিলে পুলিশের গুলিতে লিমন ও আবুল নিহত এবং কয়েকজন আহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

২৯ জানুয়ারি ২০১২ বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল এবং বিএনপি সমর্থিত অন্যান্য দলের কর্মীরা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য চাঁদপুর শহরে গণমিছিল[১] শুরু করে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ সদস্যরা মিছিলে বাধা দেয় এবং গুলি ছুঁড়ে দুইজনকে হত্যা এবং আরো কয়েকজনকে আহত করে বলে অভিযোগ রয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজন চাঁদপুর পৌরসভার ৮নম্বর ওয়ার্ডের গুয়াখোলা রোডের বাসিন্দা আব্দুর রউফ ছৈয়াল ও আনোয়ারা বেগমের ছেলে মোঃ লিমন ছৈয়াল (২২)। লিমন ছিলেন, বিএনপি সর্মথিত স্বেচ্ছাসেবক দলের চাঁদপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি এবং ভ্যান চালক।

অপরজন হলেন, চাঁদপুর সদর মডেল থানার দাসদী গ্রামের মৃত মোঃ নুরুল হক মৃধা ও হনুফা বেগমের ছেলে মোঃ আবুল হোসেন মৃধা (৪৯)। আবুল হোসেন ছিলেন, বিএনপি সর্মথিত বাবুরহাট ইউনিয়ন বিএনপির কৃষক দলের সদস্য এবং রিক্সা চালক। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, গণমিছিলে পুলিশের গুলিতে আরো কয়েকজন আহত হন। আহতরা হলেন- সুমন পাটোয়ারী, মানিক এলাহী, মাহফুজ, মোশারফ কাজী, সাদ্দাম, জাকির হোসেন, জুয়েল, এনামুল হক এবং ইব্রাহিম।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- আহত এবং নিহতদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- হাসপাতালের চিকিৎসক এবং লাশের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক
- হাসপাতালের মর্গ-সহকারী এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

[১] আগামী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দাবী জানায়। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার এর সময় পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনরায় বহাল করার দাবীতে বিএনপি ২৯ জানুয়ারি ২০১২ রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবে সারা বাংলাদেশে একযোগে গণমিছিল করার কর্মসূচী ঘোষণা করে। এলাকায় আইন শৃংখলার অবনতি হবার অজুহাতে বিএনপির গণমিছিলে বাধা দেয়ার জন্য জন্য সরকার পুলিশ সদস্যদের নির্দেশ দেয়।

ছবিঃ (১ ও ২) গুলিবিদ্ধ লিমনকে পুলিশ সদস্যরা টেনে হিঁচড়ে পুলিশ ভ্যানে তুলছে।

আনোয়ারা বেগম (৬০), নিহত লিমনের মা

আনোয়ারা বেগম অধিকারকে জানান, লিমন ছিল বিএনপি সমর্থিত স্বেচ্ছাসেবক দলের চাঁদপুর পৌরসভা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি। সে আবুল খায়ের কোম্পানীর সিগারেটের ভ্যান চালক হিসেবে কাজ করতো।

২৯ জানুয়ারি ২০১২ বিএনপির গণমিছিল কর্মসূচীতে যোগ দিতে লিমন এলাকার লোকজন নিয়ে সকাল আনুমানিক ৯:০০ টায় বাসা থেকে বের হয়ে যায়। দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় এলাকার এক ব্যক্তি আনোয়ারা বেগমকে জানান, বিএনপির মিছিলে পুলিশ গুলি চালিয়েছে এবং লিমন গুলিবিদ্ধ হয়েছে (ছবিঃ ১ ও ২) এবং লিমনকে পুলিশ সদস্যরা চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর এলাকার আরেক ব্যক্তি এসে তাঁকে জানান, লিমন মারা গেছে। রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় বিএনপির নেতারা লিমনের লাশ নিয়ে বাসায় আসেন। তিনি দেখতে পান, লিমনের মাথার সামনে গুলি লেগে পেছন দিয়ে বের হয়ে গেছে। তাঁর ডান বাহুতেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

৩০ জানুয়ারি ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় চাঁদপুর পৌরসভার কবর স্থানে লিমনের লাশ দাফন করা হয়। তিনি বলেন, পুলিশ সদস্যরা গুলি করে লিমনকে হত্যা করেছে, তাই পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করে কোন ফল পাওয়া যাবে না বরং তাঁকে আরো বেশি হয়রানি সহ্য করতে হবে। তাই তিনি লিমন হত্যার বিচার চাইতে এখন কোন আইনগত পদক্ষেপ নেবেন না।

ছবিঃ (৩) পুলিশ গুলি ছুঁড়ছে। (৪) পাশে গুলিবিদ্ধ আবুল হোসেন।

শাহানারা শানু (৩২), নিহত আবুল হোসেনের মেয়ে

শাহানারা শানু অধিকারকে জানান, তাঁর বাবা আবুল হোসেন ছিলেন বাবুরহাট ইউনিয়ন বিএনপি সমর্থিত কৃষক দলের সদস্য। তিনি পেশায় ছিলেন রিক্সা চালক। ২৯ জানুয়ারি ২০১২ সকাল বেলা বিএনপির গণমিছিলে যাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। দুপুরের দিকে বিএনপির একজন দলীয় কর্মী মোবাইল ফোনে তাঁকে এবং তাঁর মাকে জানান, বিএনপির গণমিছিলে পুলিশ সদস্যরা গুলি চালিয়ে তাঁর বাবাকে হত্যা করেছে (ছবিঃ ৩ ও ৪)। তখন তিনি মোবাইল ফোনে তাঁদের প্রতিবেশী এবং বাবুরহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মানড়বান মালকে এখবর জানান।

মানড়বান মাল লোকজনের কাছে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, আবুলের লাশ চাঁদপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে আছে। মানড়বান মাল হাসপাতালে যান এবং ময়না তদন্ত শেষে লাশ নিয়ে ২৯ জানুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ১১:০০ টায় তাদের বাসায় আসেন। শাহানারা শানু দেখেন, লাশের বুক দিয়ে গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ৩০ জানুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর বাবার লাশ দাফন করা হয়।

তিনি আরো জানান, ১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকালে তাঁর মা চাঁদপুর সদর মডেল থানায় যান এবং একটি হত্যা মামলা দায়ের করতে চান। কর্তব্যরত পুলিশ সদস্য মামলা না নিয়ে তাঁকে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেন। তাঁর মা ফাতেমা বেগম থানা থেকে চাঁদপুর বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যান এবং বাদী হয়ে ৪৬[২]জন পুলিশ সদস্যের নামসহ অজ্ঞাতনামা ১০০/১৫০ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নম্বরঃ ১৭/২০১২। তারিখঃ ১/০২/২০১২। ধারা ১৪৭/৪৪৭/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৫০৬/৩৪ দন্ডবিধি ১৮৬০।

তাঁর মা মামলার এজাহারে উল্লেখ করেন, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক ৪দলীয় জোটের[৩] নেতা কর্মীরা শহরে শান্তিপূর্নভাবে গণমিছিল করছিল। মিছিলটি চাঁদপুর হাসান আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে পৌঁছালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীমুল হক পাভেল, চাঁদপুর সদর মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ মোঃ জাকের হোসাইনসহ বেশ কিছু ব্যক্তি তাদের হাতে থাকা লাঠি, লোহার রড, রামদা, কিরিজ, পিস্তল, বন্দুক ও বিভিনড়ব প্রকার আগেড়বয়াস্ত্র নিয়ে বাধা প্রদান করে।

[২] ফাতেমা বেগম পুলিশের কমান্ড সার্টিফিকেট থেকে নাম সংগ্রহ করেন

[৩] চার দল- বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট, জাপা (নাজিউর)।

পুলিশ সদস্যরা ৪দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের এলোপাথারি পেটায়, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং নেতাকর্মীদের ওপর গুলি বর্ষণ করা শুরু করে। পুলিশ সদস্যদের গুলিতে লিমন মারা যায় এবং আবুল গুরুতর আহত হন।

এছাড়াও পুলিশের গুলিতে আরো কয়েকজন আহত হয়। পরে পুলিশ সদস্যরা আবুল ও লিমনকে নিয়ে লাশ চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিছুক্ষন পর ডাক্তার দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। গভীর রাতে ময়না তদন্ত শেষে লিমন ও আবুল হোসেনের লাশ যার যার বাড়ীতে পাঠানো হয়। ৩০ জানুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ১:০০ টায় তার বাবার লাশ দাসদী গ্রামের কবর স্থানে দাফন করা হয়। শাহানারা শানু তাঁর বাবার হত্যাকারীদের বিচার দাবী করেন।

মানড়বান মাল, চেয়ারম্যান, বাবুরহাট ইউনিয়ন পরিষদ, চাঁদপুর

মানড়বান মাল অধিকারকে জানান, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ দুপুরে চাঁদপুর শহরে বিএনপির গণমিছিল ছিল। বিকাল আনুমানিক ৪:০০ টায় চাঁদপুর সদর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আলমগীর হোসেন তাঁকে ফোন করে জানান যে, বিএনপির গণমিছিলে থাকা দাসদী গ্রামের আবুল হোসেন মারা গেছেন। লাশ চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে আছে। তিনি তখন হাসপাতালে যান। তিনি দেখতে পান, আবুল হোসেনের লাশ মর্গে পড়ে আছে। ওসি তাঁকে জানান, বিএনপির কর্মীরা আবুলের লাশ নিয়ে শহরে মিছিল করার চেষ্টা করছে।

হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে যাতে মিছিল করতে না পারে সে ব্যাপারে ওসি তাঁকে নির্দেশ দেন। লাশ নিয়ে গ্রামে গেলে এলাকার লোকজন কোন সমস্যা করবে না বলে তিনি ওসিকে কথা দেন। উপস্থিত জনগণ মর্গ থেকে লাশ নেয়ার চেষ্টা এবং রাত হয়ে যাওয়ায় ডাক্তার লাশের ময়না তদন্ত করতে চাননি। পরে তিনি আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ সিরাজুল ইসলামের কাছে যান এবং লাশ ময়না তদন্তের জন্য অনুরোধ করেন। ডাঃ সিরাজুল ইসলাম তখন এ্যাম্বুলেন্স মর্গের কাছে নিয়ে হেড লাইট জা। লিয়ে এবং আলো বাড়িয়ে দিয়ে লাশের ময়না তদন্ত করেন। মানড়বান মাল নিজেই ময়না তদন্তের সময় মর্গ-সহকারীর সঙ্গে কাজ করেন। ময়না তদন্ত শেষে লাশ নিয়ে দাসদী গ্রামে আবুল হোসেনের বাড়ীতে যান। ৩০ জানুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় পারিবারিক কবরস্থানে আবুলের লাশ দাফন করা হয়।

ছবিঃ (৫) আহত মোঃ জুয়েল হোসেন এবং (৬+৭) আহত আরো দুইজন।

মোঃ জুয়েল হোসেন (১৪), আহত ব্যক্তি

মোঃ জুয়েল হোসেন অধিকারকে জানান, তিনি শহরের গনি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। ২৯ জানুয়ারি ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় বাসা থেকে বের হয়ে স্কুলের দিকে রওনা দেন। মিশন মোড়ে যাওয়ার পরে দেখেন, পুলিশ সদস্যরা রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। তিনি স্কুলে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। তিনি তখন চাঁদপুর হাসান আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে রওনা দেন। তিনি দেখেন, বিএনপির খন্ড খন্ড মিছিল মাঠের দিকে যাচ্ছে। তিনিও মাঠের কোনায় যাওয়ার পরে পুলিশ সদস্যরা মিছিলে বাধা দেয়। এর কিছুক্ষণ পর পুলিশ সদস্যরা মিছিলের দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। তিনি তখন স্কুলে না গিয়ে বাসার দিকে ফেরার চেষ্টা করেন। কিন্তু মিছিলের লোকজন মাঠ থেকে সরে গেলে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে গুলি করে। তাঁর বাম বাহুতে গুলি লেগে পেছন দিয়ে বের হয়ে যায় (ছবিঃ ৫)। তিনি বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকেন। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা তাঁকে আবারও মারার জন্য তাঁর দিকে তেড়ে আসতে থাকে। তিনি তখন দৌড়ে সেখান থেকে সরে যান। কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পরে তিনি মাটিতে পরে যান। পরে এলাকার লোকজন বাড়ীতে খবর দিলে আত্মীয় স্বজনরা তাকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করান। কিন্তু তাঁর বাবা দরিদ্র হওয়ায় তাঁকে সঠিক চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি।

ছবিঃ (৮) গণমিছিল, (৯) মিছিলে পুলিশের বাধা এবং (১০) পুলিশের গুলিতে মোঃ মানিক এলাহী

মোঃ মানিক এলাহী (৩৩), আহত ব্যক্তি

মোঃ মানিক এলাহী অধিকারকে জানান, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ বিএনপির গণমিছিল কর্মসূচী ছিল। তাই সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় বকুলতলা থেকে এলাকার লোকজন নিয়ে মিছিলসহ চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের দিকে তিনি রওনা দেন (ছবিঃ ৮)। মিছিলটি শহরের মিশন মোড় থেকে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়ক দিয়ে জুয়েল সুপার মার্কেটের কাছে যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সদস্যরা মিছিলে বাধা দেয় (ছবিঃ ৯)। মিছিলটি মাঠে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নেতা কর্মীরা সেখানেই বসার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা সেখানে তাদের বসতে দিচ্ছিল না। এক পর্যায় পুলিশ সদস্যরা তাদের ওপর লাঠি চার্জ শুরু করে। কর্মীরা সেখান থেকে দৌড়ে সরে যায়। এর মধ্যে কয়েকজন কর্মী মাঠের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সদস্যরা গুলি ছোঁড়ে। তিনি দেখতে পান, তাঁর প্রতিবেশী লিমন গুলি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তিনি পেছন দিকে ঘুরতেই পুলিশ সদস্যদের একটি গুলি তার বাম হাতে লাগে এবং তিনি একটু দুরে এসেই মাটিতে পড়ে যান (ছবিঃ ১০)। পরে অন্য একজন লোক এসে তাঁকে শহরের আলিমপাড়া হাজী মহসিন রোডে অবস্থিত 'প্রিমিয়ার হাসপাতাল এন্ড ডায়াগণস্টিক সেন্টারে' নিয়ে ভর্তি করেন। তিনি সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসা নেন। আর্থিক সংকটের কারণে তিনি পূর্ণ চিকিৎসা নিতে পারেননি।

ছবিঃ (১১) মোঃ আলম মুন্সী ও (১২) এক কর্মীকে পুলিশ মারছে।

মোঃ আলম মুন্সী (৩৫), আহত ব্যক্তি

মোঃ আলম মুন্সী অধিকারকে জানান, তিনি জামতলা পূর্ব জে টি সি কলোনীর বাসিন্দা এবং চাঁদপুর জেলা বিএনপি সর্মথিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য। বিএনপির পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুসারে তিনি ২৯ জানুয়ারি ২০১২ সকালের দিকে এলাকার লোকজন নিয়ে গণমিছিলে বের হন। তিনি জানান, তাঁরা মিশন মোড় থেকে মিছিল নিয়ে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়ক দিয়ে জুয়েল সুপার মার্কেটের কাছে যান। সেখানেই পুলিশ সদস্যরা মিছিলে বাধা দেয়। এরপর কিছু কর্মী চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রবেশ করে। নেতারা তখন তাঁদের সেখানেই বসে মিটিং করার জন্য বলেন। তাঁরা সবাই বসতে শুরু করেন। হঠাৎ করে পুলিশ

সদস্যরা তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করা শুরু করে এবং কর্মীদের ধরে ধরে লাথি, কিল, ঘুষি মারতে থাকে (ছবিঃ ১২)। এরপর কর্মীরা সেখান থেকে সরে যেতে থাকেন। তিনিও সরে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে একটি মাইক্রোবাস এসে মাঠে থামে এবং পুলিশ সদস্যরা গুলি ছুঁড়তে থাকে। তিনি প্রায় ৫০/৬০টি গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনি তখন দেখেন, একজন বয়স্ক লোক গুলি লেগে মাটিতে পরে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছেন। তিনি তখন বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ান। তখনই তাঁর পেটে, উরুতে গুলি লাগে (ছবিঃ ১১)। তিনি গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং তাঁর রক্ত ঝরতে থাকে। এরপর কয়েকজন লোক এসে তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে কিছু দিন চিকিৎসা নিয়ে তিনি বাসায় ফিরে আসেন।

মাহবুবুর রহমান শাহীন, সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক দল, চাঁদপুর

মাহবুবুর রহমান শাহীন অধিকারকে বলেন, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ চাঁদপুর শহরে বিএনপির গণমিছিলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী ছিল। সকাল থেকেই জনগণ মিছিল নিয়ে চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের জমা হতে থাকে। শান্তিপূর্ণ এই কর্মসূচী পালন করতে সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ সদস্যরা কঠোর মারমুখী অবস্থানের পাশাপাশি বিনা উস্কানিতে লাঠিচার্জ, টিয়ারসেল নিক্ষেপ, রাবার বুলেট নিক্ষেপসহ বিভিনড়বভাবে মিছিলে বাধা দেয়। পুলিশ সদস্যরা লোহার রড দিয়ে বিএনপি কর্মীদের পেটায় এবং এরপর গুলি ছোঁড়ে। পুলিশ সদস্যদের গুলিতে দুইজন কর্মী মোঃ লিমন ছৈয়াল এবং মোঃ আবুল হোসেন মৃধা নিহত হন। আরো কয়েকজন আহত হন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার কোন ভাবেই মিছিল বা সভাসমাবেশ করার সুযোগ দিচ্ছে না। তিনি হত্যাকারী পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার দাবী করেন।

মোঃ আল আমিন, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর

মোঃ আল আমিন অধিকারকে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড না করার শর্তে বলেন, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ বিএনপির গণমিছিল নামে একটি কর্মসূচী ছিল। মিছিল কারীরা যাতে কোন ভাংচুর বা ক্ষতি না করতে পারে এজন্য পুলিশের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট শামীমুল হক পাভেলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গেলে তিনিও ঘটনাস্থলে যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, বিএনপির দুইগ্রুপের মধ্যে মারামারি হচ্ছে এবং পুলিশ সদস্যদের তারা কোনঠাসা করে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ সদস্যরা গুলি করায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট শামীমুল হক পাভেল সেখানে গিয়ে পুলিশ সদস্যদের আবারও গুলি ছুড়তে বলেন। এতে আরো একজন গুলিবিদ্ধ হয় এবং মিছিলকারীরা পুলিশ ও

ম্যাজিস্ট্রেট শামীমুল হক পাভেলকে ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারে। আহত পুলিশ সদস্যরা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে কর্মস্থলে ফিরে যায়। এই পুরো ঘটনায় প্রায় ২৫ জন লোক আহত এবং ২জন মারা যায়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীমুল হক পাভেল, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীমুল হক পাভেল অধিকারকে জানান, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ চাঁদপুর শহরে বিএনপির গণমিছিল হওয়ার কর্মসূচী ছিল। এলাকায় যাতে আইন শৃংখলার অবনতি না হয় এজন্য পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ডিউটি ছিল। তিনি আরো জানান, সকাল ১০.১৫ টায় পুলিশ সদস্যদের কাছে জানতে পারেন, বিএনপির গণমিছিল চাঁদপুর হাসান আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে পৌঁছালে পুলিশ সদস্যরা গুলি ছুঁড়ছে এবং দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তিনি তখন ঐ মাঠে যান। সঙ্গে সঙ্গে মিছিলের লোকজন তাঁকে বহন করা মাই μোবাসটি লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এতে মাই μোবাসটির গ্লাস ভেঙ্গে যায় এবং তিনিসহ আরো কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন। তিনি এবং পুলিশ সদস্যরা চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসা নিয়ে কর্মস্থলে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, এঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি জুডিশিয়াল তদন্ত হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। তিনি এ বিষয়ে আর কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

মোঃ আলমগীর হোসেন, অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত), চাঁদপুর সদর মডেল থানা, চাঁদপুর

মোঃ আলমগীর হোসেন অধিকারকে জানান, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ চাঁদপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরিদ আহমেদ মানিকের নেতৃত্বাধীন নেতাকর্মীরা চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এসে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে। বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শফিকুর রহমান ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীন অপর অংশটি চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত হয় এবং একপর্যায়ে শহর অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। এসময়ে দায়িত্বরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীমুল হক পাভেল তাঁদের বাধা দিলে দাঙ্গাকারীরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অপর দিকে জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মীরা আগেড়বয়াস্ত্র, বোমা,রামদা, লাঠিসোটা নিয়ে মিছিলে অংশ নেয়।

এরা মাঠ দখল করে আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজেরাই দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়ে গোলাগুলি ও মারামারি করে। তাদের নিজেদের গুলিতে দুইজন লোক গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এসময় দাঙ্গাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালালে মিছিলকারীরা চর্তুদিক থেকে পুলিশের

ওপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে এবং বেশ কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং যানবাহন ভাংচুর করে। এদের তান্ডবের কারণে চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে আত্মচিৎকার শুরু করে। দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেয় এদের মারমুখী হামলায় কর্তব্যরত আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যরাও আহত হয়। পুলিশ সদস্যরা চিকিৎসা নিয়ে থানায় ও পুলিশ লাইনে ফিরে আসে। তিনি নিজেই বাদী হয়ে ৫৯ জনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ৪/৫ হাজার লোককে আসামী করে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় দুইটি মামলা দায়ের করেন। এর মধ্যে একটির মামলা নম্বর ৩৫; তারিখঃ ২৯/০১/২০১২। ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৪৪৭/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩৫৪/১৮৬/৪২৭ দন্ডবিধি ১৮৬০।

অপর মামলাটি ৫৯ জনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ৪/৫ হাজার লোককে আসামী করে দায়ের করেন। যার নম্বর ৩৬; তারিখঃ ২৯/০১/২০১২। ১৯৮০ সনের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩(৬) ধারা। মামলা দুইটি এসআই ছাদেকুর রহমান তদন্ত করছেন বলে জানান।

এসআই আক্তার হোসেন, চাঁদপুর সদর মডেল থানা, চাঁদপুর

এসআই আক্তার হোসেন অধিকারকে জানান, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের দায়ের করা ৩৫ ও ৩৬ নম্বর মামলা দুইটি কিছুদিন এসআই ছাদেকুর রহমান তদন্ত করেন। পরে তিনি তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছেন। মামলার তদন্ত কাজ চলছে বলে জানান।

মোঃ শহিদুল্লাহ চৌধুরী, পুলিশ সুপার, চাঁদপুর

মোঃ শহিদুল্লাহ চৌধুরী অধিকারকে বলেন, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ বিএনপির মিছিলে পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হওয়ার যে খবর পত্রিকায় এসেছে, তা সঠিক নয়। কারণ পুলিশ সদস্যরা ছিল যাতে কোন অঘটন না ঘটে। কিন্তু বিএনপির দুই গ্রুপের কোন্দল ও গোলাগুলির কারণে তারা আহত ও নিহত হয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রিয়তোষ সাহা, জেলা প্রশাসক এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁদপুর

প্রিয়তোষ সাহা অধিকারকে জানান, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ বিএনপির মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে লিমন ও আবুল মারা গেছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সদস্যরা থানায় এবং নিহত আবুল হোসেনের স্ত্রী আদালতে পাল্টপাল্টি মামলা করেছে। তাই এ ব্যাপারে কিছু বলতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

ডাঃ স্বপন কুমার বর্দ্ধন, তত্বাবধায়ক, চাঁদপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর

ডাঃ স্বপন কুমার বর্দ্ধন অধিকারকে বলেন, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় জরুরী বিভাগে আহত অবস্থায় অনেক লোক ভর্তি হতে থাকে। লোক মারফত খবর আসে যে, চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিএনপির মিছিলে পুলিশের গুলিতে অনেক লোক হতাহত হয়েছে। তিনি তখনই মাঠে এ্যাম্বুলেন্স পাঠান। পরে এ্যাম্বুলেন্সের চালক একটি লাশসহ অনেক আহত লোক নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত জরুরী বিভাগে ৩৬ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়। এর মধ্যে ছিল ১জন ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৭জন পুলিশ সদস্য এবং ১৮জন মিছিলে অংশ গ্রহনকারী। তিনি বলেন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবুল হোসেন নামে গুলিবিদ্ধ এক রোগী মারা যায়। নিহত দুই ব্যক্তির লাশ রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় ডাঃ সিরাজুল ইসলাম এবং ডাঃ কামরুল ইসলাম ময়না তদন্ত করেন। পরে পুলিশ ও আত্মীয় স্বজনরা লাশ নিয়ে চলে যায়।

ডাঃ সিরাজুল ইসলাম, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর

ডাঃ সিরাজুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ দুপুরের দিকে পুলিশ সদস্যরা একটি লাশ এবং একজন মারাত্মক আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই ব্যক্তিও মারা যায়। তিনি জানতে পারেন, পুলিশের গুলিতে তারা নিহত হয়েছে। পুরো হাসপাতাল এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। জনগণ লাশ নিয়ে মিছিল করার চেষ্টা করে। পরে বাবুরহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মানড়বান মাল এসে লাশ নিয়ে গেলে এলাকায় কোন সমস্যা হবে না বলে জানালে তিনি রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় ডাঃ কামরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে লাশ দুইটির ময়না তদন্ত করেন। পরে পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে চলে যায়। লাশ দুইটি দেখে তিনি বলেন, গুলিতেই দুইজন মারা গেছে, আর বিস্তারিত বলতে রাজি হননি।

বাপ্পী, মর্গ-সহকারী, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁদপুর

বাপ্পী অধিকারকে জানান, ২৯ জানুয়ারি ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় থানা পুলিশ দুইটি লাশ মর্গে নিয়ে আসে। রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় ডাঃ সিরাজুল ইসলাম এবং ডাঃ কামরুল ইসলাম লাশ দুইটির ময়না তদন্ত করেন। রাতেই পুলিশ সদস্যরা লাশ নিয়ে চলে যায়। লিমনের মাথায় এবং আবুল হোসেনের শরীরে গুলি লেগেছিল।

অধিকারের বক্তব্যঃ-

অধিকার বাংলাদেশের মাবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর সাংবিধান অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল মিটিং এর অধিকার থাকা সত্ত্বেও সরকারী সংস্থাগুলো তা পালনে বাধা দিচ্ছে। অপরদিকে এই সকল কর্মসূচী প্রায়ই সহিংস রুপ নিচ্ছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ বা দলের সাধারণ সমর্থকরা আহত-নিহত হচ্ছেন। অধিকার মনে করে দেশের স্বার্থে সরকারী ও বিরোধীদলকে অবিলম্বে আলাপ আলোচনার মাধ্যম এই সংকটের উত্তরণ ঘটানো প্রয়োজন। অধিকার লিমন ও আবুল হোসেন হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিচারের দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-